ছি ছি ছি কিশোর হরি, হেরিয়া লাজে মরি

সেজেছ এ কোন রাজ সাজে

যেন সঙ্ সেজেছ, হরি হে যেন সঙ্‌ সেজেছ –

ফাগ মুছে তুমি পাপ বেঁধেছ হরি হে যেন সঙ্ সেজেছ;

সংসারে তুমি সঙ্ সাজায়ে নিজেই এবার সঙ্ সেজেছ।

বামে শোভিত তব মধুরা গোপিনী নব

সেথা মথুরার কুবুজা বিরাজে।

মিলেছে ভাল, বাঁকায় বাঁকায় মিলেছে ভাল,

ত্রিভঙ্গ অঙ্গে কুবুজা সঙ্গে বাঁকায় বাঁকায় মিলেছে ভাল।

হরি ভাল লাগিল না বুঝি হৃদয়-আসন

তাই সিংহাসনে তব মজিয়াছে মন

প্রেম ব্রজধাম ছেড়ে নেমে এলে কামরূপ

হরি, এতদিনে বুঝিলাম তোমার স্বরূপ

তব স্বরূপ বুঝি না হে

গোপাল রূপ ফেলে ভূপাল রূপ নিলে স্বরূপ বুঝি না হে।

হরি মোহন মুরলী কে হরি’ নিল

কুসুম কোমল হাতে এমন নিঠুর রাজদন্ড দিল

মোহন মুরলী কে হরি।

দন্ড দিল কে, রাধারে কাঁদালে বলে দন্ড দিল কে

দন্ডবৎ করি শুধাই শ্রীহরি দন্ড দিল কে

রাঙা চরণ মুড়েছে কে সোনার জরিতে

খুলে রেখে মধুর নূপুর, হরি হে খুলে রেখে মধুর নূপুর।

হেথা সবাই কি কালা গো ?

কারুর কি কান নাই নূপুর কি শোনে নাই, সবাই কাল গো

কালায় পেয়ে হল হেথায় সবাই কি কালা গো।

তব এ রূপ দেখিতে নারি, হরি আমি ব্রজনারী,

ফিরে চল তব মধুপুর

সেথা সকলি যে মধুময়, অন্তরে মধু বাহিরে মধু

সেথা সকলি যে মধুময় - ফিরে চল হরি মধুপুর।